মুসলিমদের পরাজিত মানসিকতা

ড. আবদুল্লাহ আল খাতির

অনুবাদ
মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ

সম্পাদনা
আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ

প্রথম লক্ষণ : হতাশায় ভোগা ---------- ৮

দ্বিতীয় লক্ষণ : শ্রেষ্ঠ হওয়ার স্বপ্ন হারিয়ে ফেলা ---------- ৯

তৃতীয় লক্ষণ : নিজের পরিচয় ভুলে যাওয়া ---------- ৯

চতুর্থ লক্ষণ : পশ্চিমা রীতিনীতি অনুসরণ করা ---------- ১০

পঞ্চম লক্ষণ : পরিস্থিতি বদলে দেবার হিম্মত হারিয়ে ফেলা ---------- ১০

ষষ্ঠ লক্ষণ : স্পষ্টভাবে ইসলামের কথা না বলা ---------- ১১

সপ্তম লক্ষণ : লক্ষ্য ছোটো হওয়া ---------- ১৬

অষ্টম লক্ষণ : শুধুই আত্মরক্ষামূলক জবাব দেওয়া ---------- ১৭

নবম লক্ষণ : দ্বীন প্রচারে অলসতা ---------- ১৮

দশম লক্ষণ : মানব-রচিত বিধানে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া ---------- ১৯

বিপর্যয়ের কারণসমূহ

অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ ---------- ২০

প্রথম কারণ : ঈমানি দুর্বলতা ---------- ২০

দ্বিতীয় কারণ : জিহাদ ছেড়ে দেওয়া ---------- ২০

তৃতীয় কারণ : বিপদের ভয়ে আতঙ্কিত থাকা ---------- ২১

চতুর্থ কারণ : নিজেদেরকে ব্যর্থ মনে করা ---------- ২২

পঞ্চম কারণ : ইতিহাসের সাহসী ভূমিকাগুলো ভুলে যাওয়া ---------- ২২

ষষ্ঠ কারণ : আপন শক্তি কাজে না লাগানো ---------------------------------- ২৫

সপ্তম কারণ : সর্বোচ্চ স্বপ্ন দেখতে ভয় পাওয়া ----------------------------- ২৫

অষ্টম কারণ : পরাজিত জাতির ন্যায় বেঁচে থাকা ------------------------------ ২৬

বহিরাগত কারণসমূহ -- ২৬

প্রথম কারণ : শত্রুদের ক্ষমতাকে বড় করে দেখা --------------------------- ২৬

দ্বিতীয় কারণ : মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে ধৈর্য না ধরা -------------------------------- ২৭

তৃতীয় কারণ : সবকিছু পশ্চিমা লেন্সে দেখতে পছন্দ করা ---------------- ২৭

চতুর্থ কারণ : প্রবৃত্তির মাঝে ডুবে থাকা -- ২৭

প্রতিকার

প্রথম উপায় : সমস্যার কারণ উদঘাটন করা ----------------------------------- ২৯

দ্বিতীয় উপায় : দৃঢ় ঈমানের ওপর নিজেকে গঠন করা --------------------------- ২৯

তৃতীয় উপায় : দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া --------------------- ৩১

চতুর্থ উপায় : ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া ------------------------------------- ৩২

পঞ্চম উপায় : আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা --------------------------------- ৩৩

ষষ্ঠ উপায় : আগামীর দিন এ দ্বীনের পক্ষে ------------------------------------- ৩৫

মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ

কী করে বুঝবেন, মুসলিম উম্মাহ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত? মুসলিম উম্মাহর মানসিক বিপর্যয়ের কিছু লক্ষণ আছে। সেগুলো তুলে ধরা হলো :

প্রথম লক্ষণ : হতাশায় ভোগা

মুসলিম উম্মাহ আজ উত্তরণের সম্ভাবনা নিয়ে হতাশ। যখন আপনি কোনো মুসলিমের কাছে পুনর্জাগরণের আশা ব্যক্ত করবেন, দেখবেন সে আপনার কাছে হতাশা ব্যক্ত করছে; আর সে আশাহত-হৃদয়ে আপনাকে কিছু গৎবাঁধা উদাহরণ শুনিয়ে দিচ্ছে।

হয়তো সে বলবে, 'তুমি উলো বনে মুক্তা ছড়াচ্ছ, এখানে তোমার কথা শুনতে কেউ আসবে না।' কেউ হয়তো বলবে, তুমি তো ফুটো বেলুনে ফুঁ দিচ্ছ। ফুটো বেলুনে ফুঁ দিয়ে লাভ নেই। এক দিক থেকে ফুঁ দিলে বাতাস অন্যদিক থেকে বের হয়ে যায়। তেমনি তোমার কথা এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে।

কতিপয় মুসলিম এ-জাতীয় উপমা টেনে উদ্যোমী ব্যক্তিকেও নিস্পৃহ করে তোলে; যারা পরিবর্তন চায় এবং অন্যায়ের বিরোধিতা করে এরা তাদেরও নিরুৎসাহিত করে। আপনি তাদের কাছে গেলে মানসিক বিপর্যয়ের বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখতে পাবেন।

এ ধরনের অনেকের সাথে আমার দেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে শিক্ষার্থী যেমন আছে, অনেক শাইখও আছেন। আপনি যদি তাদের কাউকে বলেন, আপনি মুসলিমদের দ্বীন শিখানোর জন্য কেন কোনো শিক্ষা-সেমিনারের আয়োজন করছেন না? সে আপনাকে উত্তরে বলবে, কাউকে আমি পাশে পাব না, কেউ আমার কথা শুনবে না। মূলত সে নিজেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের মানসিকতার সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم

"যে ব্যক্তি বলে, সব মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, সে-ই মূলত মানুষদের ধ্বংস করেছে।"[১]

নৈরাশ্যবাদীদের অবস্থা বর্ণনার জন্য এটি একটি চমৎকার হাদীস। যে বলে মানুষ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে—সেই মূলত আরো বেশি নষ্ট ও আরো বেশি ভ্রষ্ট।

অনেকের মাঝেই এই প্রবণতা দেখা যায়। (তারা ভাবে—অমুক নষ্ট হয়ে গেছে, তাকে আর কিছু বলে লাভ নেই)। ফলে তারা অন্যায়ের নিষেধ ও আল্লাহর পথে আহ্বান করা থেকে পিছিয়ে থাকে। তাদের যুক্তি—মানুষ শোনে না। আসলে তারা নিজেরাই হতাশ; এই হতাশার কারণে তারা দ্বীনপ্রচার, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের মতো অনেক কল্যাণকর কাজ থেকে বঞ্চিত হয়।

দ্বিতীয় লক্ষণ : শ্রেষ্ঠ হওয়ার স্বপ্ন হারিয়ে ফেলা

কিছু মানুষ পাবেন, এরা নিজেদেরকে ওই সমস্ত লোকদের সাথে তুলনা করে—যারা শ্রেষ্ঠত্বে তাদের চেয়ে নিচে; আর যারা তাদের চেয়ে ওপরে এরা তাদের লক্ষ করে না। এরা বরং নিম্নতর লোকদের চেয়ে কিছুটা ভালো হওয়ায় এরা আত্মতুষ্টি অনুভব করে আর নিজেদের সাফাই গাইতে থাকে।

তৃতীয় লক্ষণ : নিজের পরিচয় ভুলে যাওয়া

কিছু মুসলিম পাবেন, জ্ঞানের বিস্তৃত পরিসরে এরা সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন নিয়ে ভাবে না। এরা কখনো চিন্তাও করে না যে, তারা সৃজনশীল ও উদ্ভাবক হতে পারে কিংবা তারা হতে পারে বিশ্ব-নেতৃত্বের অধিকারী। এমনকি প্রযুক্তিগত বিষয়াদিতেও এরা অন্যের অনুগামী হয়ে থাকে।

এ ধরনের মানসিকতা আপনি বিভিন্ন দেশেই পাবেন। ফলে দেখবেন, তারা নিজ দেশের প্রয়োজনীয় সাধারণ বিষয়াদিও তৈরি করতে পারছে না, বরং তারা সবকিছু বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করে। এরা সর্বদা অন্যদের অনুগামী হয়ে থাকে। নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যের গুপ্ত ভান্ডার সম্পর্কে না জানার ফল তাদের এই পরাজিত ও দুর্বল মানসিকতা।

চতুর্থ লক্ষণ : পশ্চিমা রীতিনীতি অনুসরণ করা

অনেকেই আছে যারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন অমুসলিম দেশে অধ্যয়ন করে,

[১] ধ্বংস মানে শেষ হয়ে যাওয়া, যেখানে পরিত্রাণের আর কোনো পথ অবশিষ্ট নেই। হতাশা থেকেই মানুষ এ ধরণের কথা বলে এবং এ ধরণের কথা বলে অন্যদেরকেও হতাশ করে।

তারপর দেশে ফেরার সময় তাদের পজিটিভ-নেগেটিভ অনেক কিছুই সাথে করে নিয়ে আসে। এদের মাঝে মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। তারা যে পজেটিভ-নেগেটিভ অনেক শিক্ষা-সংস্কৃতি সাথে করে এনেছে, এটাই তাদের বিপর্যস্ত মানসিকতার লক্ষণ। এরা ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারেনি। এরা নির্ণয় করতে পারেনি যে, অমুসলিমদের কাছ থেকে জাগতিক কোন জ্ঞানটি নেয়া যেতে পারে এবং ভালো কোনো গুণ থেকে থাকলে সেগুলো কী—যা আমাদের অর্জন করা প্রয়োজন? সাথে সাথে তাদের কী কী কৃষ্টি, কালচার ও অন্ধ-অনুকরণ আছে—যেগুলো আমাদের বর্জন করা উচিত? তারা দুয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না বলেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পজিটিভ-নেগেটিভ সব গ্রহণ করে।

বাস্তবতা হলো পশ্চিমারা এগিয়েছে যন্ত্র ও প্রযুক্তিতে, মানবতার দিক থেকে তারা অগ্রসর হতে পারেনি। (পশ্চিমাদের উন্নতির) বিভিন্ন রিপোর্টে যে রেখাটি ওপরের দিকে উঠে গেছে, সেটা কেবল প্রযুক্তির দিক থেকে। কেননা তারা প্রচুর যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। তাই যে জাতি তাদের সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করবে এবং তাদের সামগ্রিক জীবনপদ্ধতি অবলম্বন করবে, তারা হবে মানসিকভাবে চরম অধঃপতিত।

সুতরাং তাদের কাছে যে উন্নতি রয়েছে সেটা প্রযুক্তির উন্নতি, মানবতার নয়। মানবতার মাপকাঠিতে আমরা উন্নতি লাভ করতে পারি কেবল আমাদের দ্বীন মেনে চলার মধ্য দিয়ে। তবে তাদের আবিষ্কার ও প্রযুক্তিকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে আমরা সেগুলোও তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারি।

পঞ্চম লক্ষণ : পরিস্থিতি বদলে দেবার হিম্মত হারিয়ে ফেলা

রাজনীতি ও অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিমদের যে দুর্বল অবস্থা, এ অবস্থার ওপরও অনেক মানুষ সন্তুষ্ট। আপনি দেখবেন, অনেকে আত্মসমর্পণমূলক বা পরাজয়মূলক সমাধান মেনে নিতে তৎপর—তারা সন্ধিচুক্তির কিয়দংশ বা অর্ধেকাংশ পেয়েই তুষ্ট!

উদাহরণস্বরূপ—এমন অনেক মানুষ আছে যারা বলে, ইসরাঈল রাষ্ট্র একটি বাস্তবতা, সুতরাং ইসরাঈলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কোনো বিকল্প নেই। বস্তুত তারা পরাজয় বরণ করে নিয়েছে এবং বিজয় অর্জনের গুণাবলিও হারিয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"তোমরা হীনম্মন্য হোয়ো না এবং দুশ্চিন্তা কোরো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি

তোমরা মুমিন হও।”[২]

তারা বিজয়ীর গুণাবলি হারিয়ে বসেছে। ফলে তারা ভবিষ্যতের জন্য পুনর্জাগরণ কিংবা নতুন কোনো ক্ষেত্র তৈরির প্রস্তুতি নেয় না, বরং বর্তমানের পরাজয় নিয়ে তারা তুষ্ট। অপরদিকে আলেমগণ সন্তুষ্ট ফাতওয়ার আধিক্য, পঠন-অধ্যয়ন ও ওয়াজ-নসীহত নিয়ে। তারা পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে তারপর উপদেশ দিতে থাকেন; পরিস্থিতি পরিবর্তনের কথা তারা বলেন না। আমরা দেখি, পরিস্থিতির সাফায়ি গাওয়ার জন্য তারা ওযর খোঁজেন, পরিস্থিতি বদলে দেওয়ার জন্য তারা তেমন উপকরণ খোঁজেন না। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তাবনা ও সমাধান তুলে না ধরে নিছক বর্তমান সমস্যার সমাধান ও ফতোয়া দেওয়ার প্রবণতা—এটাও দুর্বল ও পরাজিত মানসিকতার লক্ষণ!

ষষ্ঠ লক্ষণ : স্পষ্টভাবে ইসলামের কথা না বলা

নিজের ইসলামি ব্যক্তিত্বকে গোপন রাখার প্রবণতা, আত্মমর্যাদাবোধ না থাকা ও মানসিক দুর্বলতা মুসলিম তরুণদের মাঝে প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। অনেককেই দেখবেন, এ ধরনের কথা বলতে লজ্জা পায়—এটা হালাল, এটা হারাম... বিশেষত যখন সে কোনো অমুসলিমের সাথে কথা বলে। দেখবেন, যখন কোনো অমুসলিম হারাম কিছু পরিবেশন করছে কিংবা হারামের দিকে ডাকছে তখন সে বলে—ধন্যবাদ... আমি চাইছি না, কিংবা অন্য কিছু হোক... এভাবেই সে তার মন রাখার চেষ্টা করে কিন্তু স্পষ্ট করে বলে না যে, এটা মুসলিমদের নিকট হারাম।

কট্টর, মৌলবাদি কিংবা একরোখা বলা হয় কি না—এ আশঙ্কায় অনেককেই দেখবেন (ইসলামের বিধান) স্পষ্ট করে বলতে ভয় পায়।

অমুসলিমদের পোশাক পরিধানের মধ্য দিয়েও এই মানসিক বিপর্যয় আপনি দেখতে পাবেন। যখন তারা পশ্চিমাদের দেশে যায়, তখন তাদের কেউ কেউ তো পুরোদস্তুর পশ্চিমা সাজে এবং পশ্চিমাদের ক্যাপ পর্যন্ত পরে। পশ্চিমাদের পোশাকআশাকের ব্যাপারেও তারা প্রচণ্ড রকমের উৎসুক থাকে।

এরা পশ্চিমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পোশাকআশাকসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ওদের অনুকরণ করে। এদেরকে দেখলে আপনার মনে হবে যেন ফরাসি। তারা যে নিজেদের স্বকীয়তা ও সম্পদের মাঝে মর্যদাবোধ খুঁজে পায় না, এটা মানসিক বিপর্যয়ের লক্ষণ।

সম্ভবত পূর্বেও আমি আপনাদের এক ইংরেজের কথা বলেছি, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ইসলামের মাধ্যমেই তিনি মর্যাদাবান হয়েছে। সমস্যা নেই! যারা

[২] সূরা আলে ইমরান : ১৩৯

শোনেননি, তাদের জন্য আবারো বলছি—

সেই ইংরেজ যুবকের সাথে আমার লন্ডনের গিলফোর্ডে সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং ইসলাম গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ পর অন্য এক দেশে একটি চাকরির ইন্টার্ভিউর জন্য ডাক পেল। ইসলামী সংঘের যুবকরা তখন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল—তাকে গিয়ে বোঝানো, যেন সে ভাইবা-বোর্ডে তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ না করে। কেননা ভাইবা-বোর্ড হয়তো তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পেলে তাকে ফিরিয়ে দেবে। তাদের ভয় ছিল—চাকরি না পাওয়ার ফলে ভাইটি মানসিকভাবে আঘাত পেয়ে দ্বীন ছেড়ে দিতে পারে! কিন্তু ইসলামী সংঘের যুবকরা গিয়ে যুবকটির দেখা পেল না, কারণ তার আগেই সে ওই চাকরির ভাইবার জন্য রওনা হয়ে গেছে।

স্বাভাবিকভাবেই সেখানে একটিমাত্র পদের জন্য আরো অনেক অমুসলিম ক্যান্ডিডেট ছিল। একটা সময় ইংরেজ মুসলিম যুবকটির ডাক এল। যুবকটি ভাইবা-বোর্ডের সামনে উপস্থিত হয়ে বলল, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, আমার পূর্বের নাম ‘ওয়ার্দ’ আর বর্তমান নাম উমার। সে আরো বলল, আমি আমার ধর্ম পরিবর্তন করেছি, আমার নাম পরিবর্তন করেছি; আমি চাই, যদি আপনারা আমাকে এই চাকুরির জন্য নিয়োগ দেন তাহলে আমাকে সালাতের জন্য সময় দেবেন।

অবাক বিষয় হলো এই চাকুরির জন্য ভাইবা-বোর্ডের সবাই এই যুবককেই বাছাই করলেন। তার চেয়ে অবাক বিষয় হলো তারা যুবকটিকে বললেন, আমরা এমন একজন ব্যক্তি খুঁজছিলাম, যার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা (Decision making power) আছে। সেই ক্ষমতা আমরা আপনার মাঝে দেখতে পেয়েছি, কেননা আপনি আপনার নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করার মতো দুঃসাহসী সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছেন।

এই ব্যক্তি আত্মমর্যাদার সাথে তার ইসলামী ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করছে, কারণ সে সামাজিক চাপ ও সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করেই দ্বীন গ্রহণ করেছে। এ ধরনের সামাজিক চাপ আমাদের সমাজেও আছে। কিন্তু আমরা সেসব ফাসেক ও দুর্বলমনা পরাজিতদের হিসাব কষি—যারা নিজেরা দ্বীন মানার ক্ষমতা রাখে না। ফলে দ্বীনের অর্ধেকটা ছেড়ে হলেও আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি, যেন তারা ভাবে—আমাদের মাঝে কট্টরতা নেই আবার আমরা আমাদের সালাতের বিষয়েও যত্নশীল!

এ ধরনের মানুষ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এমন পন্থা অবলম্বন করতে সচেষ্ট হয়, যে পন্থায় সে ওদের মনরঞ্জন করতে পারে। এ পন্থায় ধীরে ধীরে তাকে দ্বীনের অর্ধেকটাও ছেড়ে দিতে হয়।